গাংনীতে পরিবারে ছয় প্রতিবন্ধী নিয়ে অন্ধ গৃহবধু পারেছার মানবেতর জীবন

চোখের আলো না থাকলেও অদম্য ইচ্ছা শক্তিতে বলিয়ান হয়ে জীবন যুদ্ধে নেমেছেন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী গৃহবধু পারেছা খাতুন। নিজে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হলেও হাল ছাড়েননি সংসারের। মানসিক ভারসাম্যহীন ননদ, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্বামী ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী দুই শিশু সন্তানকে নিয়ে তার জীবন সংগ্রাম। অভাব অনটন কুরে কুরে খেলেও আজো তার কপালে জোটেনি সরকারী কোন সহযোগিতা। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা স্বাবলম্বীদের খোঁজ খবর রাখলেও এ প্রতিবন্ধী পরিবারের কোন খোঁজ রাখেন না তারা।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শাহিনের স্ত্রী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী পারেছা খাতুন। স্বামী, মানসিক ভারসাম্যহীন ননদ, বৃদ্ধ অন্ধ মা, রঙ্গিলা আর দৃষ্টি প্রতিবন্ধী দুই সন্তানকে নিয়ে তার পাচ জনের সংসার। স্ত্রী পারেছার চোখের আলো না থাকলেও মনের আলোয় পথ চলা শুরু করে সে।

স্বামী শাহিনকে কামলার কাজে পাঠিয়ে আবার সাথে করে নিয়ে আসে সে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হওয়ায় শাহিনের মজুরি দেয়া হয় অর্ধেক। এই সামান্য টাকা দিয়ে সংসার চালানো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হওয়ায় শুরু করে ছাগল ও হাঁস মুরগি পালন। অল্প দিনেই কিছুটা স্বস্তি আসে সংসারে।

বছর খানেক পরে অনেক আশা নিয়ে সন্তান গর্ভে ধারণ করলেও বিধি বাম। পরপর দুটি সন্তান হয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। শুরু হয় তাদের অভিশপ্ত জীবন সংগ্রাম। তবুও হাল ছাড়েনি পারেছা। ভিক্ষাবৃত্তি না করে পরিশ্রম করে খেয়ে না খেয়ে সংসার সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছেন। নিজের হাতে সংসারের সব কাজ করতে হয় তাকে। রান্না-বান্না, সন্তানদের গোসল করানো খাওয়ানো ছাড়াও সংসারের সব কাজই করেন নিপুণ হাতে।

স্বামী স্ত্রী দুজনই বাঁধাগ্রস্ত হওয়ায় তাদের মাথা গোজার ঠাঁইও ছিল না। স্থানীয় ও প্রবাসী কয়েক জন যুবক কোন রকম থাকার ঘরটি ঠিক করে দিয়েছে। আগামীতে দৃষ্টিহীণ এই দুই সন্তানের কী হবে এটা ভেবে কুল পান না পারেছা। তবুও এগিয়ে যাবার স্বপ্ন তার।

সংসারের হালধরা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী পারেছা জানায়, পরিবারের সকলকে নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করলেও সরকারি-বেসরকারি কোনো সহযোগীতার ছিটে ফোটাও পাইনি। জনপ্রতিনিধি চেয়ারম্যান মেম্বাররাও খোঁজ নেইনি এপর্যন্ত। সরকারি সহযোগীতা না পেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে।

প্রতিবেশি কোহিনুর বেগম জানান, পারেছা নিজে অন্ধ হয়ে গোটা সংসারটি যেভাবে টিকিয়ে রেখেছে তা একজন স্বচ্ছল মেয়ের পক্ষে সম্ভব না। অনেকের সংসারে ছোটখাটো মতবিরোধ থাকলেও পারেছার সংসারে অভাব থাকলেও আছে গভীর ভালবাসা।

আর এক প্রতিবেশী শাহিন আলম জানান, করোনা ভাইসারে দুযোর্গকালীণ মুহুর্তেও তাদেরকে কেউ সহযোগীতা করেনি। সরকারি সহযোগীতার অনেক গল্প শুনলেও এমন একটি অসহায় পরিবারের দিকে ফিরে তাকাইনি ইউপি মেম্বর কিংবা চেয়ারম্যান। এলাকাবাসীর সহযোগীতায় এ পর্যন্ত তারা টিকে আছে। তবে তাদের মত একটি পরিবারকে দুর্যোগ সহনীয় আশ্রয়ণ প্রকল্পের একটি ঘর দেবার দাবী এ প্রতিবেশীর।

উদ্যোগী যুবক সোহেল রানা বাবু করোনাকালীণ সময়ে গরীবদের সহযোগিতা করার সময় এই পরিবারটি চোখে পড়ে। সেসময় এদের ঘরটি ঠিকঠাক করে কোনরকম বসবাসের উপযোগী করা হয়। স্থানীয় লোকজন যারা প্রবাসে কর্মরত তাদের কাজ থেকে সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। এ পরিবারটির স্থায়ী একটা সমাধান প্রয়োজন বলে জানালেন এই উদ্যোগী যুবক।

স্থানীয ইউপি সদস্য আনারুল ইসলাম জানান, ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে যতটুকু সহযোগিতা করা সম্ভব তার চেষ্টা করা হয়েছে। আগামীতে পরিবারটির জন্য চেষ্টা করা হবে।

উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তৌফিকুর রহমান জানান, অফিস থেকে ইতোমধ্যে খোঁজ খবর নেয়া হয়েছে। পরিবারের লোকজনকে অফিসে আসতে বলা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে তালিকা দেয়া হলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ জানান, তিনি পরিবারটি সম্পর্কে জানতেন না। মেহেরপুর প্রতিদিনের মাধ্যমে এখন জানলেন। সরকারী ভাবে যতটুকু সম্ভব সহযোগিতা করা হবে বলে জানান।

[redacted]

[redacted]

জীবননগরে দেশীয় অস্ত্রসহ মৎস্য খামারী আটক

জীবননগরে দেশীয় অস্ত্রসহ মৎস্য খামারী জনি পুলিশের হাতে আটক হয়েছে।

গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টার সময় জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্ত ওসি (তদন্ত) ফেরদৌস ওয়াহিদের নির্দেশে, এস আই আমির হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গোপন সংবাদের ভিক্তিত্বে আটক করে।

এস আই আমির হোসেন জানান, জীবননগর পৌর সভার রাজনগর পাড়ার মিলন মিয়ার পুকুরে একটি অভিযান চালিয়ে পুকুরের পাহারাদারের চৌকির নিচ থেকে দেশীয় এক নালা একটি আস্ত্রসহ তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত মৎস্য খামারী ইব্রাহিম খলিল জনি জীবননগর পৌর সভার ৬নং ওয়ার্ডের জিয়ারুল ইসলামের ছেলে।

এ ঘটনায় জীবননগর থানায় একটি অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে।

কালীগঞ্জে সড়ক দূর্ঘটনায় কলেজ ছাত্র নিহত

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বুধবার দুপুর একটায় কালীগঞ্জ পৌরসভার সামনে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পার্শ্ববর্তী গাছের সাথে সংঘর্ষে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন।

ওই স্থানে উপস্থিত মানুষের বরাত দিয়ে জানা যায়, নিহত মোটরসাইকেল আরোহী কালীগঞ্জ বাসস্টান্ড থেকে মোবারকগঞ্জ রেল স্টেশন অভিমুখে যাচ্ছিলো, পথিমধ্যে কালীগঞ্জ পৌরসভার সামনে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মারে।

স্থানীয়রা তাকে কালীগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পর তাকে

যশোর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়, যশোর সদর হাসপাতালে নেওয়ার পর ডাক্তার রা তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত দুই সপ্তাহ আগে তাকে নতুন মোটরসাইকেল কিনে দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে কালীগঞ্জ থানা তে খোজ নিলে জানা যায় এ ঘটনায় কোনো মামলা দায়ের হয়নি।

নিহত তানজিম রহমান সিজান (১৮) কালীগঞ্জ মাহতাব উদ্দিন কলেজের উচ্চমাধ্যমিক ২য় বর্ষের ছাত্র এবং পৌরসভার আড়পাড়া গ্রামের মৃত সার্জেন্ট ওলিয়ার রহমান এর ছেলে।

আমঝুপিতে ২৭ পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা পায়খানা বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার ২৭ পরিবারের মাঝে সম্প্রতি সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা নামের একটি বেসরকারী সংগঠন স্বাস্থ্য সম্মত সেমিপাকা পায়খানা বিতরণ করে। সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের আমঝুপি গ্রামের ৭ নং ওয়ার্ডের হঠাৎ পাড়া এলাকায় প্রায় ৬৫টি পরিবারের বসবাস। এই সকল মানুষ গুলো সাধারণত তাঁদের শ্রম বিক্রয় করে সংসার পরিচালনা করে।

তাঁরা কোন সাহায্য সহযোগিতা তেমন একটা পাইনা বলে জানা যায়। এই সকল দরিদ্র পরিবার গুলোর স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা না থাকায় খোলা জায়গায় বা অস্বাস্থ্যকর কাঁচা পায়খানায় মল-মূত্র ত্যাগ করে। কাঁচা পায়খানায় ও খোলা জায়গায় মল-মূত্র ত্যাগ করায় এলাকাটি পরিবেশ দুষণের শিকার হয়ে বিভিন্ন রোগ বালাই ছড়াই।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউণ্ডেশনের চেয়ারম্যান হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন (সাবেক সিনিয়র সচিব অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়) এর উদ্যোগে বাংলাদেশের ৪৪টি জেলায় “ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও হতদরিদ্র পরিবারে

আলমডাঙ্গায় ১৪ বছরের কিশোরীকে ধর্ষন, কুষ্টিয়ার কুমারখালি থেকে ধর্ষক গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা পৌরসভার নওদাবন্ডবিল গ্রামে ১৪ বছর বয়সি কিশোরী ধর্ষনের ঘটনায় ধর্ষক টিক্কাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সংঘটিত ধর্ষনের ১২ ঘন্টার মধ্যেই ধর্ষককে গ্রেফতার করলো পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে কুষ্টিয়ার কুমারখালি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

ধর্ষনের শাস্তি মৃত্যুদন্ডের আইন কার্যকরের দিন ১৩ অক্টোবর দিনগত রাতে প্রতিবেশী টিক্কা ওই কিশোরীকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষন করে। এ ব্যাপারে থানায় ধর্ষনের মামলা দায়েরের পর ধর্ষক টিক্কাকে গ্রেফতারের জন্য জোর অভিযানে নামে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, আলমডাঙ্গা পৌরসভার নওদাবন্ডবিল গ্রামের হাফিজুর রহমানের অষ্টম শ্রেনীতে পড়ুয়া মেয়ে রাতে বাথরুমে যেতে ঘরের বাইরে আসে। এ সময় প্রতিবেশী মিজানুর রহমানের ছেলে কামরুজ্জামান টিক্কা মেয়েটিকে মুখ চেপে ধরে তার ফাঁকা ঘরে নিয়ে যায়। এরপর সেখানে তাকে ধর্ষন শেষে মুখ না খুলতে হুমকি দেয়। কিন্ত মেয়েটি বাড়িতে এসে ওই রাতেই তার বাবা-মাকে ঘটনা খুলে বলে।

মেয়েটির বাবা-মা রাতেই ঘটনা থানায় জানালে পুলিশ ধর্ষক টিক্কাকে আটক করতে অভিযানে নামে। তার আগেই টিক্কা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ সময় পুলিশ ধর্ষিতাকে থানা হেফাজতে নিয়ে নেয়। পরদিন সকালে মেয়েটির ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মেয়েটির জবানবন্দীও নেওয়া হয়।

তবে প্রতিবেশী সূত্রে জানা গেছে, টিক্কা ক‘বছর আগে প্রথম বিয়ে করে সংসার পেতেছিল। কিন্ত সেই বিয়ে বেশীদিন টিকেনি। পরে সে আবার বিয়ে করে। এরপরও প্রতিবেশী ওই কিশোরীর সাথে তার কথাবার্তা চলত। চুপিসারে মেয়েটিকে তুলে নিয়ে যাওয়া ও ধর্ষনের মত ঘটনা কিভাবে ঘটল এ ব্যাপারে প্রতিবেশীরা কেউ কিছু জানাতে পারেনি।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা থানার এসআই সুলতানুল ইসলাম জানান, মেয়েটির ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। মোবাইল ট্যাকিং করে মঙ্গলবার গভীর রাতে কুষ্টিয়ার কুমারখালি থেকে ধর্ষক টিক্কাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে আত্মগোপন করেছিল।

ঝিনাইদহে হারানো শিশু উদ্ধার করলো পুলিশ

ঝিনাইদহ সদর থানা পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হওয়া শিশুটিকে জেলা সমাজ সেবার মাধ্যমে সামাজিক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে হস্তান্তর করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়ে শিশুটিকে হস্তান্তর করা হয়।

ঝিনাইদহ সদর থানা অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জানান, গত ১১ অক্টোবর শনিাবর ৯৯৯ ফোন পেয়ে ঝিনাইদহ সদর থানা পুলিশ শহরের পায়রা চত্তর এলাকা থেকে পূর্ণিমা (১৩) নামের এক কন্যা শিশুকে উদ্ধার করা হয়। শিশুটির বাড়ি পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া থানায় বলে জানা গেছে। পরে শিশুটিকে জেলা সমাজ সেবা কর্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়।

জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়ের প্রবেশন অফিসার আব্দুল হাই সিদ্দিক জানান, পূর্ণিমা নামের এক শিশুর মানসিক সমস্যা বিবেচনা করে জেলা শিশু কল্যান বোর্ডের সভাপতি ও জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ’র নির্দেশক্রমে শিশুটির মাতা কানন রানী’র উপস্থিতিতে ওই শিশুটিকে জেলা সমাজ সেবার মাধ্যমে কুষ্টিয়া সামাজিক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে হস্তান্তর করা হয়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ঝিনাইদহে প্রতিবন্ধীদের মাঝে সহায়ক উপকরণ বিতরণ

ঝিনাইদহে প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ারসহ স¦◌াস্থ্য সহায়ক উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে শহরের আরাপপুর প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে এ উপকরণ বিতরণ করা হয়।

এসময় জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শেখ আব্দুল লতিফ, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, জেলা প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা বাবলুর রহমান, কনসালনেন্ট (ফিজিওথেরাপি) শামীম হোসেনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় জানানো হয়, জেলার ৬ উপজেলার ১৫০ জন শারিরীক প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার ও ২০ জন শ্রবন প্রতিবন্ধীদের মাঝে হেয়ারএইড বিতরণ করা হয়।

ড.রমেশ চন্দ্র নাথ এর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা

মেহেরপুরের বিশিষ্ট চিকিৎসক মেহেরপুর রমেশ ক্লিনিকের মালিক ও মেহেরপুর জেলা বিএম’র সভাপতি ডাঃ রমেশ চন্দ্র নাথকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সহমর্মী চিকিৎসকসহ বিভিন্ন সংগঠন।

বুধবার দুপুর ১টার দিকে ড. রমেশ চন্দ্র নাথ এর লাশ অ্যাম্বুলেন্স যোগে তার নিজ বাসভবন ও কর্মস্থলে পৌছালে শোকের ছায়া নেমে আসে।

পরে তাঁর প্রতিকৃতিতে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মেহেরপুর সিভিল সার্জনে ড. নাসির উদ্দীন, বিএমএর সাধারণ সম্পাদক ডা, আবু তাহের সিদ্দিকি, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, অবসর প্রাপ্ত